দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... OCT 1 2006 ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের পায়তারা অব্যাহ

জোট সরকারের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে। সরকার এই সময়ে অসংখ্য প্রতিশ্রু
করতে পারেনি। সরকারের মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে প্রতিশ্রুতি ভাঙার ক্ষেত্রে রে
রেকর্ড গড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষ
অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘটনা জাতীয় আবেগ-অনুভূতিকে ব্যাপকভাবে আহত ক
ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার অধীনে ফাজিল-কামিলের ব
ও মাস্টার্স এর মান প্রদানের যে জাতীয় দাবী, তাও যথাযথভাবে পূরণ
সরকার। এছাড়া, মাদ্রাসাসমূহে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের
সংক্রান্ত যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাও ভঙ্গ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু প্রতিশ্রুতি
নয়, বরং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারের শেষ মুহূর্তে পরোক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষা
লক্ষ্যে নয়া এক আদেশও জারি করেছে। আর তা করেছে শতকরা ৩০ ভাগ
শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ বাতিল বা শিথিল করার দাবীর প্রতি কোন তোয়
করে। মহিলা শিক্ষক নিয়োগে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের নামে জারি করা এই
বলা হয়েছে যে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের
কোনরকম ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ জড়িত ব্যক্তিদের
আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যতে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপি
ক্ষেত্রে- যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কোট
করবে না, সে সব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হবে না। এ দুষটি বিষয়ই
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যতটা প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, তার চেয়ে অনেক বে
করবে মাদ্রাসায়। কাজেই এই নির্দেশের অন্তরালেও যে মাদ্রাসা শিক্ষা নির্মূলে
পাতা হয়েছে, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ইসলামী শিক্ষা তথা ইসলামের নামে এই সরকারের যা কিছু প্রতিশ্রুতি ও
প্রচারণা সবই শেষ পর্যন্ত একপ্রকার ধোঁকাবাজিতে পর্যবসিত হতে যাচ্ছে কি ন
কারণেই এ ব্যাপারেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ইসলামী
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এর অধীনে ফাজিল-কামিলের মান দানের ব্যাপারে
ফুলতলীর পীর সাহেবের সঙ্গে আলোচনাকালে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিও
হয়নি। দেশের ইসলামপ্রিয় মানুষের এতে করে মারাত্মকভাবে আহত
মাদ্রাসায় শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের অযৌক্তিক, অবান্তর নি
বিরুদ্ধে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনসহ বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন ইতিপূর্বেই ব্যাপক
আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই নির্দেশ বাতিল বা শিথিল করার ব্যাপারে শিক্ষ
বিভিন্ন সময়ে প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করেছেন এবং তাও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা
অথচ মাদ্রাসায় ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে
অত্যন্ত সঙ্গত এ কারণে যে, পুরুষ মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগ কোনদিক
ন্যূনতমও বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত নয়। বরং এই বিধান মানার জন্য চাপাচাপি ক
পরিণতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে উঠবে। এই মুহূর্তেই বহু ম
শিক্ষক সংকট চলছে। উল্লেখিত নির্দেশের কারণে শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে
কেননা, স্কুল-কলেজেই যেখানে মহিলা শিক্ষক পাওয়া যায় না, সেখানে পুরুষ ম
৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ- বলার অপেক্ষা রাখে না, একটি অসম্ভব
প্রথমত, শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষ মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগের
অবকাশ নেই। এরকম নজিরও ইসলামের ইতিহাসে নেই বললেই চলে। দ্বি
দেশের মাদ্রাসাগুলোর পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থা মহিলা শিক্ষক নিয়োগে
কোনভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তৃতীয়ত, উচ্চশ্রেণীর মাদ্রাসায় পাঠদানের মত
মোহাদ্দেস, ফকীহ- ইত্যাদি এখনো তৈরীও হয়নি। কাজেই সরকারের
মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশ কোন যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মহিলা মাদ্রাস
ভাগ নয়, শতকরা ১০০ ভাগ মহিলা শিক্ষকও নিয়োগ করা যেতে পারে।

জোট সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষার ন্যূনতম কোন উন্ন
ঘটেইনি, বরং পরোক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তা ধর্মীয়
শিক্ষাকে একটি প্রান্তিক সীমায় ঠেলে দিয়েছে। উল্লেখিত নির্দেশের কারণে ম
শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। আর তাতে করে পড়াশোনা ভাল হবে না এবং
ভাল হবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মহিলা শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সর্বশেষ নি
কারণে এমপিওভুক্তি থেকেও বঞ্চিত হবে মাদ্রাসাসমূহ। এই পরিস্থিতি অ
থাকলে কালক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষা বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকাও উড়িয়ে দেয়
না। এই ভয়াবহ আশংকা তৈরী হয়েছে জোট সরকারের আমলেই- যে সর
আর মাত্র কয়েকদিন সময় আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এই সময়ের মধ্যে
মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতিদানের বিষয়টিরও কোন সুরাহা হবে, পর্যবেক্ষক মহল
মনে করছেন না। কাজেই, আশংকা হয়, এটাও শেষ পর্যন্ত নাকের ডগায়
ঝুলানোর মত ধাপ্পাবাজিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তেও যদি সরক
বিষয়গুলো বিবেচনা না করে, তাহলে পুরো দায়-দায়িত্ব এই সরকারের
বর্তাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই সরকারকে অবিলম্বে মহিলা শিক্ষক
সংক্রান্ত মাদ্রাসা শিক্ষাবিরোধী এই নির্দেশ বাতিল করতে হবে কিংবা শিথিল